প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি

উৎপল মালিক

এমনিতে ভোট নিতে যাওয়ার কাজটা রমেনের একেবারেই পছন্দ নয় । পেশায় রমেন রায় মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামের একজন হাইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার । অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করে এস এস সি পরীক্ষায় পাশ করে , ইন্টারভিউ দিয়ে এই চাকরিটা সে পেয়েছিল । তখন কি আর রমেন জানতেন যে , স্কুল টিচার হয়ে শুধু মনের আনন্দে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখালেই হবে না , বছর অন্তে একবার করে ভোটের ডিউটিও দিতে যেতে হবে । যাইহোক , জীবনের, জীবিকার সব কিছুই আর কি মনের মতো হয় ? শেষ ট্রেনিং এর দিন বাকি পোলিং অফিসারদের বলে এলেন রমেন যে ডি সি আর সি তে সাড়ে এগারোটায় সবাই অপেক্ষা করবে । ভোট ঊনত্রিশে এপ্রিল । তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় রমেনের মোবাইলে এস এম এস এলো তাদের পোস্টিং হয়েছে কালিদাসপুর প্রাইমারি স্কুলে । স্কুলটা হরিহরপাড়ায় । শরীরটা কয়েক দিন ধরেই ভালো যাচ্ছেনা রমেনের । এখন চারিদিকে খুব করোনা হচ্ছে । ভোট ভোট করেই করোনাটা আরও বেড়ে গেল । রমেনের সন্দেহ হয় , তারও করোনা হয় নি তো ?

এবারে ভোট হচ্ছে করোনা পরিস্থিতিতে । ডি সি আর সি তে প্রায় সাড়ে এগারোটাতে পৌঁছে গেলেন রমেন । বাকি পোলিং অফিসাররাও এসে গেছেন । সবাই মিলে এক জায়গায় হতে একটু সমস্যা অবশ্য হল কিন্তু ফোন করে করে সবাই মিলে মোটামুটি এক জায়গায় হওয়া গেল । রমেন প্রথমে মোবাইল নম্বরটা ডি সি আর সি তে রেজিস্টার করালেন । তারপর পোলিং মেটিরিয়াল নিয়ে নিলেন । সেক্টরকে ফোন করে তাঁদের জন্যে নির্ধারিত গাড়ির খবর জেনে নিলেন রমেনরা । তাদের জন্যে সিঙ্গেল পার্টি গাড়ি । অনেক সময় হয় কি, একাধিক পার্টির জন্যে একটিই গাড়ি বরাদ্দ হয় । ফলে গাড়ি ছাড়তে অনেক দেরি হয়ে যায় । দুটো পার্টি এল তো একটি পার্টি হয়ত আসতে অসম্ভব রকম দেরি করল । ফলে গাড়ি ছাড়তে অনেক সময়ই অনেক দেরি হয়ে যায় । যাইহোক , রমেনদের সিঙ্গেল পার্টি গাড়ি বলে গাড়ি ছাড়তে বেশি দেরি হলোনা ।

গাড়িতে বসে মনটা হাল্কা হয়ে গেল রমেনের। গাড়ি মানে ট্রেকার । গাড়ি চলার ফলে জোরে হাওয়া এসে শরীরে লাগছে । ভারি আরাম লাগছে । মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল । এতক্ষণ খুব গরম লাগছিল । ডি সি আর সি তে পোলিং মেটিরিয়াল নেওয়ার সময় বেজায় গরমে শরীরটা হাঁসফাঁস করছিল । ট্রেকারে বসে অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন রমেন । কত মাঠ ঘাট পার হয়ে হয়ে গাড়ি চলতে লাগল । রমেনের মনে হল, গাড়ির জানালার বাইরে সমস্ত মাঠঘাট, সমস্ত নীলাকাশ যেন বৃত্তাকারে ঘুরছে। মন ভরে যায় , মন ভরে যায়। মাস দেড়েক মতো খুলে করোনার জন্যে আবার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে । বাড়িতে বন্দি দশা । তার মাঝে এই একদিন ছাড়া পেয়ে মনটা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল রমেনের । গ্রামের মানুষ- জনের চলমান জীবন যাত্রার একটু আধটু ছবি গাড়ি থেকে দেখতে দেখতে রমেন ও তার সহকর্মীরা এক সময় কালিদাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছেও গেলেন। আর বহরমপুর থেকে কালিদাসপুরের দূরত্ব খুব বেশি কিছু নয়। ঘণ্টা খানেকের থেকে আর একটু বেশি লাগল । বেলা দুটোরও আগে রমেনরা নিজেদের বুথে চলে এলেন । সাধারণত এত তাড়াতাড়ি বুথে আসা যায়না । আগেকার ভোটের অভিজ্ঞতা থেকে রমেন দেখেছে যে , বুথে পৌঁছতে সাধারণত বিকেল তো হয়ে যায়ই , অনেক সময় বিকেল গড়িয়ে সন্ধেও হয়ে যায় । রমেনদের টিমে রমেনই প্রিসাইডিং অফিসার । এছাড়া সূর্য ঘোষ হলেন ফার্স্ট পোলিং অফিসার, মানিক মণ্ডল হলেন সেকেন্ড পোলিং অফিসার আর শঙ্কর দাস হলেন থার্ড পোলিং অফিসার। সকলে মিলে স্কুলে এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ জমিয়ে আড্ডা দিলেন । অনেকটা পথ আসার ফলে তাঁরা সকলেই অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন । জমিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে নেওয়ার পর তাদের ক্লান্তি একঘেয়েমি অনেকটাই কেটে গেল । এবার তারা দুপুরে কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিল । আবার কাজে বসে যেতে হবে । কাজ মানে তো এখন হাজার গণ্ডা ফর্ম ভর্তি করতে হবে । প্রত্যেকটি খামের ওপর বুথ নম্বর লেখা, বুথের নাম লেখা, দিস্তিঙ্গুইস মার্ক লাগান , প্রিসাইডিং অফিসারের সই করা ইত্যাদি ইত্যাদি কাজের আর শেষ নেই । ঘরটার ভেতরে পোলিং অফিসারদের , পোলিং এজেন্টদের রমেনের নিজের অর্থাৎ প্রিসাইডিং অফিসারের বসার জায়গা নির্দিষ্ট করলেন । এবারে আবার করোনার পটভূমিতে ভোট হচ্ছে । করোনার সাবধানতা সম্পর্কিত একটি স্টিকার ডি সি আর সি থেকে রমেনদের দিয়েছিল । ভোট কক্ষের বাইরে রমেনরা সেই স্টিকার লাগিয়ে দিলেন । এগুলো ভোট দিতে আসা ব্যক্তিদের সহজেই চোখে পড়বে । কাজ করতে করতে হাসি পায় রমেনের । এই ভোট ভোট করেই করোনাটা বেড়ে গেল । বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা মিটিং মিছিল করল , সভা করল । তাদের দেখতে , তাদের বক্তব্য শুনতে লোকজন পাগলের মতো ভিড় করে এলো । এখানে না মানা গেল সামাজিক দূরত্ব , মানুষ না পরল মুখে মাস্ক । ফল যা হওয়ার তাই হল । করোনা চরমভাবে বেড়ে গেলো ।

‘কখন কখন কি কি খাবেন বলুন?’ বলল মাসি। মিড ডে মিলের মাসি এলো রমেনদের খাওয়া দাওয়ার ব্যপারে কথা বলতে

অন্যদের সঙ্গে একটু পরামর্শের মতো করে রমেন বলল , ‘ চা দেবেন মাঝে মাঝে । আর আজ রাতে ভাত , ডাল , একটি তরকারি আর ডিমের কারি । কাল সকালে রুটি আর একটি কিছু সব্জি করে দেবেন । আর কাল দুপুরে ভাত , ডাল , একটি তরকারি আর মাছ । দুই বেলাই ভাতের সঙ্গে কিছু একটা ভাজাভুজি দেবেন । ’ মাসি মোটামুটি বুঝে নিয়ে চলে গেল ।

ভোটকক্ষের ভেতরে ধূমপান নিষেধের একটি স্টিকার লাগিয়ে দিলেন রমেন । কাজের মধ্যে মধ্যে সহকর্মীদের সাথে একটু কথা বার্তা চলতে লাগল রমেনের। কখন হাসির কথাবার্তা হল তো কখন বিভিন্ন কাজ নিয়ে বিতর্ক বা বিরুদ্ধ মানসিকতা চলতে লাগল ।

কালিদাসপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব সুন্দর । রমেন মোটামুটি শহুরে মানুষ কিন্তু তাঁর গ্রামের সঙ্গেও তার সম্পর্ক আছে। রমেন জন্মেছেন বর্ধমানের এক অজ পাড়াগাঁয়ে । সেই সূত্রে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ তার অনেকটাই পরিচিত । গ্রামের পরিবেশ শহরের তুলনায় কিছুটা শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে । এখানেও তাই । প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে । এই সময়ে একবার স্কুলটার যে ছোট্ট মাঠটা আছে সেটার মধ্যে নামলেন রমেন । তাঁর দেখাদেখি সূর্য , মানিক , শঙ্কর সবাই এসে স্কুলের মাঠে নামলেন । স্কুলের গেটের সামনে গ্রামের মানুষ জটলা পাকাচ্ছেন । তাদের চোখে মুখে কাল ভোটের ব্যপারে কৌতূহল । রমেন লক্ষ করলেন গ্রামের মানুষ কৌতূহলী চোখ মুখ নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। স্কুলের মাঠটি বেশি বড় নয় । মাঠে এই গরমের সময়ও বেশ ভালোই ঘাস রয়েছে । রমেনরা একটি জায়গায় চারজনে মিলে এক জায়গায় হয়ে একটু কথা বার্তা বলতে লাগলেন । সঙ্গে থাকা বেঙ্গল পুলিশটাও রমেনদের সঙ্গে এসে গল্পে যোগ দিলেন । সবাই ভোটের ব্যপারেই কথাবার্তা বলতে লাগলেন । পুলিশটা তাঁর আগের সাত দফা ভোটের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার বর্ণনা করতে লাগলেন । মোটের ওপর তাঁর এবারের ভোটে ভালো মন্দ মিশিয়ে মোটামুটি অভিজ্ঞতা হয়েছে । রমেন শঙ্করকে বললেন , তাঁর একটি ছবি তুলে দিতে । স্কুলটাকে পেছনে রেখে শঙ্কর রমেনের বেশ কয়েকটি ছবি তুলে দিলেন । এবার পুলিশটা রমেনের একটি ছবি নিলেন । পুলিশটা রমেনকে অনুরোধ করলেন , তার কয়েকটি ছবি তুলে দিতে । রমেন পুলিশটার বেশ কয়েকটি ছবি তুলে দিলেন । এবার রমেন একটি কেন্দ্রীয় সেনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন । কেন্দ্রীয় সেনাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিও তুললেন । ঘরে ফিরে গিয়ে আবার এক রাউন্ড কাজ শুরু করলেন রমেনরা । চা এসে গেল । যে মাসি রান্না করবে বলে গেছে তার ছেলে চা নিয়ে এসেছে । সবাই এক কাপ করে চা খেয়ে নিলেন । চা খেতে খেতে একটু আধটু কথাবার্তা চলতে লাগল ।

‘শঙ্কর তুমি চা খেয়ে নিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ নিয়মাবলির যে স্টিকারটা আছে সেটি বাইরে লাগিয়ে দেবে । সবাইই মোটামুটি ভোট দিতে জানে তবুও ইলেকশন কমিশন যখন দিয়েছে তখন স্টিকারগুলো তো লাগাতেই হবে ।‘ বললেন রমেন ।

‘ঠিক আছে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি ।‘ বললেন শঙ্কর ।

‘এই দুদিনে এতই কাজ থাকে যে ফুরসৎ ফেলার সময় থাকেনা । ‘ বললেন সূর্য ।

‘রমেনদা ভোটিং কম্পার্টমেন্টটা কোন খানটায় করবেন ? ‘ বললেন মানিক ।

রুমটার একটি কোণ দেখিয়ে রমেন বললেন ,’এই জায়গাটায় করা যেতে পারে , কি বল সূর্য ? ঐ দরজাটা দিয়ে ভোটাররা প্রবেশ করবে , এইখানটায় আমরা সব বসব , তার পর ভোটাররা এখানটায় ভোট দিয়ে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে । ‘

সূর্য বললেন , ‘ঠিক আছে তাই করা হোক ।

ঘরের একটি দেওয়াল দেখিয়ে দিয়ে মানিক বললেন , ‘ এই ধূমপান নিষেধটা ঐ দেওয়ালটায় লাগিয়ে দেব ? ‘

‘ঐখানটায় লাগিয়ে দাও মানিকদা । ওখানটায় লাগালে খুব সহজেই চোখে পড়বে ।‘ বললেন শঙ্কর ।

হাসতে হাসতে সূর্য বললেন,‘ এই স্টিকার দেখলে ভোটকক্ষের ভেতরে আর কেউ ধূমপান করবে না ।’

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নেমে এলো । সেই কোন সকালে উঠেছেন রমেন । সারা দিন খাটাখাটনি । রমেনের মনে হয় অনেক পাপ করলে মানুষ ভোটের ডিউটি করতে আসে । একে তো ভোটে মারামারি হওয়ার ভয় থাকে । তার ওপর এই বার করোনার পরিস্থিতিতে ভোট হচ্ছে । এছাড়া দুদিন ভালো করে খাওয়া দাওয়া হয়না , ভালো করে ঘুম হয়না টেনশনে। দুদিন ধরে অমানবিক খাটাখাটনি হয় ভোটের কাজ করতে এলে । সেই সকাল থেকে আজ যে খাটুনি শুরু হয়েছে এই রাত পর্যন্ত তার বিরাম নেই । শরীর আর দিচ্ছেনা , আর পারছেন না রমেন । সেই সকালবেলায় বহরমপুরের ওয়াই এম এর মাঠ থেকে সংগ্রহ করেছে ভোট সামগ্রী, সেখান থেকে স্টেডিয়ামের মাঠ পর্যন্ত হেঁটে এসে গাড়িতে উঠতে হয়েছে । তারপর বুথে এসে পৌঁছে অবধি চলছে কাজ । মাঝে একবার শুধু টিফিন খেয়েছেন সকলের সঙ্গে , আর বিকেলের দিকে একবার চা খেয়েছেন রমেন । এখন রাতের খাবার খেয়ে একটু শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে । ঘুম যদিও হবেনা, তাহলেও একবার শরীরটার বিশ্রাম তো হবে ।

রমেন দেখলেন শঙ্কর খাদ্য পরিবেশন করার ব্যপারে বেশ পারদর্শী । বাড়িতে এসব কাজ করার অভ্যাস আছে মনে হয় । রাতের খাবার সময় শঙ্করই খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন । চারটে কাগজের পাতা শঙ্করই ধুয়ে আনলেন । তারপর সবার পাতায় পাতায় ভাত , ডাল আর ডিম- আলুর একটি তরকারি পরিবেশন করলেন । আর সবার জন্যে একটি করে পাতি লেবুর টুকরো । রমেনের মনে পড়ল স্ত্রী বৈশাখীর ফর্সা হাতদুটো যা দিয়ে সে রাতের বেলায় খাবার পরিবেশন করে। আর কত ভালো ভালো খাবার থাকে মেনুতে । রাজ্যের রান্নাবান্নার শখ মেয়েটার । এখানে কষ্ট করে খাওয়া- দাওয়া । মনে পড়তেই একটি দীর্ঘশ্বাস যেন নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এলো রমেনের বুকচিরে ।

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন রমেন । এ কোথায় তিনি এসেছেন । কোন এক অজানা স্কুল , কোন এক অজানা ঘরে তিনি শুয়ে আছেন । কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে । চারটি কেন্দ্রীয় সেনা আর একটি বাংলার পুলিশ তাঁদের পাহারা দিচ্ছেন , পাহারা দিচ্ছেন ভোটের মেশিন । বাইরে থেকে গ্রামবাসী যখন তখন আক্রমণ করতেই পারে , হচ্ছে আজকাল এসব । কত স্বপ্ন ছিল রমেনের স্কুল শিক্ষক হবেন , স্কুলে পড়াবেন , তার জায়গায় ভোটের ডিউটি দিচ্ছেন , মিড ডে মিলের রেশন দেন স্কুলে । লেখাপড়া শেখান আর হয়ে ওঠেনা । এক অজানা দার্শনিকতায় রমেনের মন আক্রান্ত হয় । জীবনে তার পাওয়ার কি আছে ? কিসের আশায় আজ এই আজানা আচেনা একটি স্কুলে পড়ে আছেন বুঝে উঠতে পারেননা । মেঝেতে শোয়ার অভ্যাস নেই রমেনের , আজকাল মনেহয় আর কেউই মেঝেয় শোয়না । মেঝেয় একটি মাত্র বিছানার চাদর পেতে শুয়ে আছেন রমেন । ওপরে একটি মশারি টাঙান রয়েছে , পাশ ফিরতে গেলে মেঝেতে শরীরে লাগছে । ভ্যাপসা গরমে শরীরে কেমন একটি অস্থির অস্থির ভাব । তাও রমেন এই সন্ধেবেলায় স্নান করে এসেছেন ।

‘দরজা খুলে শুচ্ছেন? ’ হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন এক কেন্দ্রীয় সেনা ।

‘হ্যাঁ’ বললেন রমেন । তখনও রমেনরা পুরোপুরি শুয়ে পড়েননি । এমনি একটু শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র ।

‘দরজা বন্ধ করে দিন । জানালা খুলে দিন, সেফ থাকবে ।’ একই ভাবে হিন্দিতে বললেন কেন্দ্রীয় সেনাটি ।

রমেন নিজেও ভাবছিলেন দরজা খুলে শোয়া ঠিক হবে কিনা । সেনার এই কথাটিই ঠিক মনে হল তাঁর । তাই রমেনরা ঘরের দরজা দুটো বন্ধ করে দিলেন । তবে স্কুলের দরজা তো আর ভেতর থেকে বন্ধ করা যাবেনা । তবুও বাইরে থেকে তো মনে হবে যে , দরজা বন্ধ করা আছে ।

‘মক পোল করে মেশিন সিল করে দিয়ে ভোট চালু করে দিতে পারলেই অর্ধেক কাজ হয়ে গেল ।’ শুয়ে শুয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে বললেন রমেন।

‘এক্কেবারেই তাই । রমেনদা যা বলল একেবারেই ঠিক তাই । ভোট একবার চালু করে দিতে পারলে আর কোন টেনশন নেই। আর মেশিন যেন খারাপ না থাকে । মেশিন গণ্ডগোল করলে কিন্তু খুব মুশকিল । ’ বললেন সূর্য ।

‘আর শঙ্কর তুমি ভাই মেশিনের দিকটা একটু খেয়াল রেখো । ব্যালট ইসু করার পর সবাই যেন ভোট দেয় যেদিকটা খেয়াল রেখো । যেন তুমি ব্যালট ইসু করলে আর ভোটার ভোট না দিয়ে চলে গেল এ রকমটা যেন না হয় । বেশি তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই । ’ বললেন রমেন ।

‘ঠিক আছে রমেনদা আমি দেখে দেবো ।‘ বললেন শঙ্কর ।

‘আমার বেশ কয়েকটি ভোট হয়ে গে । এবার সব চেয়ে ইয়াং গ্রুপ পেয়েছি । এর আগে কোনদিন এত ইয়াং গ্রুপ পাইনি। এবার কাজ করে অনেক বেশি আনন্দ পাচ্ছি । একটা আধটা বুড়ো সবসময়ই থাকে । সেগুলো বেশির ভাগ সময়ই ভালো কাজ করতে পারেনা ।‘ বলে রমেন হা হা করে হাসতে লাগলেন।

‘আবার অনেক সময় বুড়োরা দক্ষও হয়, ভালো কাজও করে থাকে ।‘ বললেন সূর্য ।

রমেন বললেন বটে বুড়ো পছন্দ নয় । কিন্তু তিনি নিজেই এখন আধবুড়ো হয়ে গেছেন । এই তো মাস কয়েক আগে রমেন একচল্লিশে পড়ে গেছেন । এখন কেমন যেন একটি ভয় ভয় লাগে সব সময় । কিসের যে ভয়টা তিনি নিজেই বুঝতে পারেননা। সেই কোন ছাব্বিশ বছর বয়স থেকে ভয় টেনশনের ওষুধ খান রমেন । এছাড়াও আছে আলসারেটিভ কোলাইটিসের সমস্যা । তারও ওষুধ খেতে হয় । শরীর তাই দুর্বল থাকে সব সময় । এই যে রাতের বেলায় শুয়ে তার ঘুম আসছে না সেও যেন কেমন একটি অজানা আশঙ্কায় । তার থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি ভালো পন্থা রমেন অবিস্কার করেছেন ----- মানুষ জনের সঙ্গে গল্প করেন তিনি । তাই শুয়ে শুয়ে গল্প করতে থাকেন অন্য ভোটকর্মীদের সাথে । রমেন দেখেছেন যে , গল্প করতে করতে কখন যেন ঘুম এসে যায় । বাড়িতেও তিনি বৈশাখীর সাথে গল্প করতে থাকেন রাতে শুয়ে শুয়ে । কখন যে ঘুম চলে আসে নিজের অজান্তে ।

আরও একটি চিন্তা অবশ্য এখন আছে --- করোনার চিন্তা । করোনার অবস্থা এখন খুব খারাপ , খুব বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে সংক্রমণ । এই পরিস্থিতিতে আবার ইলেকশন কমিশন ভোট করাচ্ছে । করোনা হয়ে মরে যাওয়ার ভয় এখন কে না পাচ্ছে। টি ভি তে দেখাচ্ছে করোনায় মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে । শ্মশান ও সমাধি চত্বর মৃতদেহে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে । আজকের মড়া পুড়ছে বেশ কয়েকদিন পরে। মড়া পোড়ানোর জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না । খোলা জায়গায় মৃতদেহ দাহ করা হচ্ছে । মাঝে মাঝে রমেনের মনে হচ্ছে , সেই আদিযুগে এরকম হলে তাও না হয় মেনে নেওয়া যেত । এই কালে যখন আমরা দাবি করছি , চিকিৎসা বিজ্ঞান খুব উন্নতি করেছে , চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছু নেই , তখন একটি ভাইরাসে সারা পৃথিবী এক্কেবারে উল্টোপাল্টা করে দিচ্ছে । সেই প্রাচীন কালে শোনা যায়, বিভিন্ন রোগে অঞ্চলের পর অঞ্চল উজাড় হয়ে যেত । এখনও তো মোটামুটি তাই হচ্ছে । তাহলে আর এত আধুনিক হয়ে আমাদের লাভ কি হল ! সত্যিই প্রকৃতির কাছে আমরা কত অসহায় । এই কথাগুলো ঘুরে ফিরে আসতে থাকে রমেনের মনে । অন্যমনস্কতাটাকে কাটানোর জন্যে সূর্য , মানিক , শঙ্কর এদের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন রমেন । কখন দু – চোখের পাতা এক হয়ে আসে রমেনের ।

‘ রমেনদা উঠে পড়। ‘ ভোর চারটেয় শঙ্করের ডাকে ঘুম ভাঙল রমেনের । উঠে পড়েন রমেন । আজ সারা দিনটা কেমন যাবে কে জানে । বাইরে এসে প্রকৃতির দৃশ্য দেখে মন ভরে যায় রমেনের । ভোর বেলাটাকে এভাবে দেখা হয়না তাঁর প্রায় কোন দিনই । এখনও সূর্য ওঠেনি , তবে তার আগমনের অপেক্ষায় সারা প্রকৃতি , সারা আকাশটায় কেমন যেন আলো – আঁধারি ভাব । দুচোখ ভোরে প্রকৃতির এই আলো আঁধারি ভাবটাকে মন প্রাণ ভরে উপভোগ করেন রমেন । মক পোল শুরু করতে হবে । তাই বাথরুম করে, দাঁত মেজে তৈরি হয়ে নেন রমেন , তৈরি হয়ে নেন সূর্য , তৈরি হয়ে নেন মানিক , তৈরি হয়ে নেন শঙ্কর ।

‘আপনাদের একটি কথা বলছি ভালো করে শুনে নিন । আপনাদের এখানে মোট বারোজন প্রার্থী আছেন । আমাদের মোট পঞ্চাশটি মক পোল করতে হবে । প্রতিটি প্রার্থীকে আপনারা পরপর চারটি করে ভোট দেবেন । বাকি দুটি ভোট নোটাতে দেওয়া হবে । তাহলেই পঞ্চাশটি হয়ে যাবে । বুঝতে পেরেছেন আপনারা ।‘ পোলিং এজেন্টদেরকে বললেন রমেন ।

এজেন্টরা সম্মতি জানালেন । কন্ট্রোল ইউনিট , ব্যালট ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট কানেক্ট করা হল । শঙ্কর একটি একটি করে ব্যালট ইসু করতে লাগলেন আর এজেন্টরা একটি একটি করে ভোট দিতে লাগলেন । এক সময় পঞ্চাশটি ভোট দেওয়া হল । এজেন্টদের মক পোলের রেজাল্ট দেখিয়ে দেওয়া হল । তার পর রমেন আর সূর্য দুজনে মিলে কন্ট্রোল ইউনিট আর ভিভিপ্যাট মেশিন সিল করে দিলেন । মানিক আর শঙ্কর মিলে সাহায্য করলেন ।

মেশিনের সিলিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ভোট প্রক্রিয়া শুরু হল । এখন সারাদিন কেমন যায় সেটাই দেখার । রমেন মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন , আজকের দিনটা যেন ভালো যায় । এবছর খুব মারামারি হচ্ছে চারিদিকে । মুর্শিদাবাদে এমনিতেই মারামারি ছাড়া ভোট হয়ই না । কোচবিহারের ঘটনা খুব মর্মান্তিক । কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে পাঁচজনের মৃত্যু খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এখানে সারাদিন কেমন যাবে কে জানে ?

ফার্স্ট পোলিং অফিসার সূর্যবাবু ভোটার স্লিপ দেখে দেখে ভোটারদের নাম এজেন্টদের উদ্দেশ্যে জোরে জোরে বলতে লাগলেন ও এপিক দেখে ভোটারদের সনাক্ত করতে লাগলেন । মানিকবাবু অর্থাৎ সেকেন্ড পোলিং অফিসার সেভেন্টিন এ তে ভোটারদের প্রয়োজনীয় তথ্য লিখতে লাগলেন, ভোটারদের টিপসই বা সই নিতে লাগলেন , একটি করে ভোটার স্লিপ থার্ড পোলিং অফিসারকে পাশ করতে লাগলেন । শঙ্করবাবু অর্থাৎ থার্ড পোলিং অফিসার মানিকবাবুর হাত থেকে ভোটার স্লিপটা নিয়ে একটি তারে গেঁথে গেঁথে রাখতে লাগলেন , আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগাতে লাগলেন আর ব্যালট ইসু করতে লাগলেন । ভোটাররা ভোট দিতে লাগলেন । ব্যালট ইউনিট জোরে শব্দ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে , ভোটারের ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেলো ।

রমেন লক্ষ করলেন তাঁদের ভোটকেন্দ্রের বেশির ভাগ ভোটারই মুসলিম ভোটার , খুব অল্প সংখ্যকই হিন্দু ভোটার । গ্রামের মানুষ সহজ সরল , অনেকেই লুঙ্গি পরেই ভোট দিতে চলে এসেছেন । গ্রামের এই সহজ সরল মানুষের মুখ দেখে রমেনের খুব ভালো লাগল । মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে চলল । মাঝে মাঝে এজেন্টরা নিজেদের মধ্যে একটু বিতর্ক শুরু করল শুধু, কিন্তু ও কিছু নয় । বেশির ভাগ ঝামেলাই কম্প্যানিয়ন ভোট দানকে কেন্দ্র করে । একজন ভোটার, সঙ্গী ভোটার নিয়ে ভোট দিতে এলেই মোটামুটি এজেন্টরা দাবি করছেন, সেই ভোটারের সঙ্গী দরকার নেই । ভোটার নিজের ভোট নিজে দিতে পারবেন । একজন ভোটার রেগে গিয়ে বলতে শুরু করলেন , তাকে যদি সঙ্গী ভোটার দিয়ে ভোট দিতে না দেওয়া হয় তাহলে তিনি কাউকেই ভোট দিতে দেবেন না , এমনই নাকি এই এলাকায় তাঁর দাপট । তবে কোন কিছুতেই রমেন বেশি কথা বলতে যাবেন না --- এটা তিনি এবারে ঠিক করেই এসেছেন । এবারের রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ মেঘলা, দুর্যোগপূর্ণ । শাসক ও বিরোধী পক্ষ উনিশ – বিশ হয়ে আছে । এক তরফা শাসক বা এক তরফা বিরোধী পক্ষ হয়ে থাকলে কোন মারামারি হওয়ার ভয় সাধারণত থাকেনা । এবারের ছবি পুরোপুরি উলটো ।

একটু বেলার দিকে রমেন বললেন , ‘এবার একে একে সবাই জলখাবারটা খেয়ে নিতে হবে । ’

রমেন প্রথমে সূর্যবাবুকে বললেন , ‘ তুমি প্রথমে খেয়ে এসো সূর্য ।’

‘না আমি এখন খাব না, আমি একটু পড়ে খাব । তোমরা একে একে আগে খেয়ে নাও রমেনদা । ’

রমেন নিজেই আগে খেতে গেলেন । রমেন ভাবলেন তারপর একে একে অন্যদের খাওয়ার জন্য ছাড়বেন । দুটো করে রুটি আর একটু করে ডাল করে দিয়েছে মিড ডে মিলের মাসি । যা দিয়েছে এই ভালো , খিদের মুখে এই খুব ভালো লাগছে রমেনের। এখন কাঁচা আমের সিজন , মিড ডে মিলের মাসি তাই আমডাল করে দিয়েছে । ভালো করে, আয়েস করেই খেলেন রমেন । আবার দুপুরের খাবার কখন পাওয়া যাবে কে জানে । খেয়ে এসে রমেন প্রথমে মানিককে ছেড়ে দিলেন। তার জায়গায় রমেন মানিকের কাজটি করতে লাগল কিছুক্ষণ । সতেরো এ তে ভোটারদের সিরিয়াল নম্বর নথিভুক্ত করলেন , ভোটারদের ভোটার কার্ডের সিরিয়াল নম্বর নথিভুক্ত করলেন , কোন আই ডি দিয়ে ভোট দিচ্ছে তা লিখলেন , ভোটারদের সতেরো এ তে টিপ সই করালেন বা সই করালেন , ভোটার স্লিপটা থার্ড পোলিংকে দিলেন ইত্যাদি কাজগুলো পর্যায়ক্রমে করতে লাগলেন । এক সময় মানিক খেয়ে চলে এলেন । রমেনের ছুটি হয়ে গেল। রমেন লক্ষ করেছেন মেশিন সিল করে ভোট চালু করে দেওয়ার পর তার খুব একটি কাজ থাকেনা । এই গাদা গুচ্ছের ফর্ম ফিলিং করা ছাড়া আর তেমন ভাবে কিছুই করার থাকে না । আর ভোট প্রক্রিয়া ঠিকঠাক সম্পন্ন হচ্ছে কিনা দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকেনা । বসে বসে রমেন তখন মানুষ দেখে , মানুষ , যারা ভোট দিতে এলো এবং যারা ভোট দিয়ে চলে গেল । এক একটা ভোট মানে এক একটা গ্রাম দর্শন , এক ধরণের রোমাঞ্চ , ভয় ভীতি আছে , আছে প্রাণ নাশেরও সম্ভাবনা কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের ব্যতিক্রমী ভালো লাগা , ব্যতিক্রমী আনন্দও অনুভব করেন রমেন । বৈচিত্র না থাকলে তো জীবন সব সময় একঘেয়ে । তাই এক ঘেয়ে জীবন থেকে ক্ষণিক মুক্তি পেতে ভোটের ডিউটি করতে চান রমেন , ভোটের কাজের এক ধরণের হাতছানিও অন্তর থেকে অনুভব করেন ।

বিভিন্ন ফর্মে পোলিং এজেন্টদের গাদা গুচ্ছের সই লাগে । এটা রমেনের মনেহয় খুব বিরক্তিকর কাজ । পোলিং এজেন্টরা বিরক্ত হতে পারেন । তাই এক সঙ্গে না করিয়ে অল্প অল্প করে রমেন পোলিং এজেন্টদের সইগুলো করিয়ে নেন বিভিন্ন ফর্মে। আর নিজের সইয়ের কথা আর কি বলবেন রমেন । এত জায়গায় প্রিসাইডিং অফিসারের সই লাগে যে , সই করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন রমেন । হাজার গণ্ডা ফর্মে সই , সেই ফর্মগুলো যে যে খামে ঢুকবে সেই সেই খামে সই , সেই খামগুলো আবার একটি বড় খামে ঢুকবে সেই বড় খামটায় সই , এই রকম বড় বেশ কয়েকটি খাম আবার একটি আরও বড় খামে ঢুকবে সেটাতেও সই । এই রকম কতগুলো খাম যে আছে রমেন এই তিন বছরের ভোটের কাজে এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনানি । এত সই করতে হয় রমেনকে যে , সই করে করে প্রায় ক্লান্ত মতো হয়ে পড়েন তিনি । সেভেন্টিন সি , প্রিসাইডিং অফিসারস ডায়েরি ইত্যাদি কিছু ফর্মে পোলিং এজেন্টদের সই করিয়ে নিয়ে এসে নিজের জায়গায় বসলেন রমেন ।

ঠিক সাড়ে ছয়টায় কন্ট্রোল ইউনিট ক্লোজ করে ভোট শেষ করলেন রমেন । এখন ঘণ্টাখানেক খুব কাজের চাপ । টোটাল বোতাম টিপে পোলিং এজেন্টদের টোটাল ভোটের হিসাব দেখিয়ে দিল রমেন । কন্ট্রোল ইউনিট , ব্যলট ইউনিট , ভিভিপ্যাট সব নিজের নিজের বাক্সে রাখলেন রমেনরা । যাবতীয় কাগজ পত্র ঠিক ঠাক করে গুছিয়ে নিজের নিজের প্যাকেট রাখা হল। আরও যেসব পোলিং মেটিরিয়াল ডি সি আর সি থেকে দিয়েছিল সব নির্দিষ্ট প্যকেটে রাখা হল । এ সব করতে মোটামুটি এক ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে গেল । এখনকার মতো মোটামুটি সব কাজ হয়ে গেল । এখন ভালোয় ভালোয় ডি সি আর সি তে সব মেশিন জমা নিয়ে নিলেই হল ।

বহরমপুরের উদ্দেশ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল । গাড়ি মানে ট্রেকার । চার জন কেন্দ্রীয় সেনা , একজন পুলিশ , রমেনরা চারজন , ড্রাইভার সবাইকে নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল । রমেনরা চারজনে মিলে জমিয়ে গল্প শুরু করলেন । সদ্য সদ্য ভোটের কাজ শেষ করেছেন তাঁরা, একটি কাজ শেষ করার তৃপ্তি সবার চোখে মুখে লক্ষ করা যাচ্ছে । বেশ প্রসন্ন লাগছে রমেনদের, ভারি হালকা বোধ করছেন সকলেই । স্কুল থেকে বেরনোর সময়ই মেঘলা মেঘলা ছিল , মাঝপথে তীব্র ঝড় উঠে গেল । গাড়িও যত জোর চলছে ঝড়ও তত জোর বইছে । ঝড়ের চোটে রাস্তার ধুলোবালি সবার চোখে মুখে এসে লাগছে , তাকিয়ে থাকাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে । একটু পরেই শুরু হল বৃষ্টি, বৃষ্টি মানে বৃষ্টি , এক্কেবারে তুমুল বৃষ্টি । ট্রেকারের মধ্যে বসে বসে রমেনরা সবাই ভিজতে শুরু করলেন । ট্রেকারে চারিদিকে ঢাকনা হল একটি মোটা ত্রিপল , তাও আবার গুটিয়ে ওপরের দিকে রাখা আছে । তাই ট্রেকারের চারপাশ দিয়েই জল ঢুকতে লাগল । এখন ভিজে গেলে চরম খারাপ অবস্থা হবে । কেননা এখনও অনেকক্ষণ রমেনদের থাকতে হবে। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। তারপর ডি সি আর সি তে পোলিং মেটিরিয়াল জমা দিতে হবে । তারপর বাড়ি ফিরতে হবে । বেশ অনেকটা সময় এখনও বাড়ির বাইরেই থাকতে হবে । এতটা সময় ভেজা জামা কাপড়ে থাকলে ঠাণ্ডা লাগা একেবারে অবধারিত । এমনিতেই এখন করোনা পিরিয়ড চলছে । করোনার ভয়ে মানুষ আধমরা হয়ে আছে । তাই বৃষ্টিতে ভিজে সাধারণ জ্বর হলেও মনে হবে করোনা হয়ে গেছে । রমেন ও আরও যারা সব ট্রেকারে ছিলেন তাঁরা গোটান থাকা ত্রিপলগুলো খুলে নিচের দিকে নামিয়ে দিলেন কিন্তু ঝড়ের দাপটে সব ত্রিপল উড়ে যেতে লাগল আর জলের ঝাপ্টা উড়ে এসে গাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতে লাগল । রমেনরা সব ভিজে যেতে লাগলেন। রমেন উড়ন্ত ত্রিপলটাকে গাড়ির একটি রডের সঙ্গে ভালো করে শক্ত করে ধরে বসলেন । যতটা জল আটকান যায় । এমনিতেই তাঁর ঠাণ্ডা লাগার ধাত , তাতে এই বৃষ্টিতে ভিজলে আর দেখতে হবে না । রমেন লক্ষ করলেন , গাড়ির অন্যান্যরাও কোন রকমে ত্রিপল ব্যবহার জল থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন । এই করোনা পরিস্থিতিতে সবারই ঠাণ্ডা লাগার ভয় রয়েছে ।

দেখতে দেখতে গাড়ির মধ্যে থেকেও রমেনরা প্রায় অর্ধেকটা ভিজেই গেলেন ! রমেনের চিন্তা হতে লাগল ভোটের মেশিনগুলো না ভিজে যায় । একটু পরে বৃষ্টিটা মোটামুটি থেমেই গেল । এবারে এখন চিন্তা গাড়ি ডি সি আর সির কতটা কাছে যেতে পারে । অভিজ্ঞতায় রমেন দেখেছেন , গাড়ি ডি সি আর সি তে পৌঁছনোর অনেক আগেই থেমে যায় । ভোট কর্মীদের নিয়ে অনেক গাড়ি একসঙ্গে ঢোকে। ডি সি আর সির অনেক আগে থেকেই জ্যাম লেগে যায় । এবারেও মোটামুটি তাই হল। ট্রেকার স্টেডিয়ামের মাঠে এসে থেমে গেল । স্টেডিয়ামের মাঠ থেকে ওয়াই এম এর মাঠ বেশ কিছুটা দূরে । এখান থেকে ওয়াই এম এর মাঠ পর্যন্ত এখন এই পোলিং মেটিরিয়ালগুলো নিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে রমেনদের , সমস্ত ভোটকর্মীদের । আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। এই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই রমেনদের এখন ডি সি আর সির দিকে হাঁটতে হবে । রমেনের কাছে তাও একটি ছাতা আছে, মানিকের কাছেও একটি ছাতা আছে, সূর্য আর শঙ্করের কাছে ছাতা নেই । সূর্য ভোটিং কম্পার্টমেন্ট তৈরি করার কাগজটা মাথায় করেই হাঁটতে শুরু করল, রমেন আর শঙ্কর কোন রকমে একটি ছাতা মাথায় দিয়েই হাঁটছে। এইভাবে স্টেডিয়ামের মাঠ থেকে হাঁটতে শুরু করল রমেনরা । মাথার ওপর উঁচু উঁচু রাস্তার আলোগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে । আর তার নিচে দিয়ে দলে দলে ভোট কর্মীরা হেঁটে চলেছেন । ভোটকর্মীদের রমেনের মনে হতে থাকে যেন নদীর স্রোত বয়ে চলেছে । করোনার কারণে এ বছর বুথের সংখ্যা বেশি হয়েছে যাতে বেশি ভোটার সমাগম একটি বুথে না হয় । সেই জন্য ভোট কর্মীর সংখ্যাও বেশি প্রয়োজন হয়েছে । তাই স্যারদের সাথে সাথে এবার ম্যাডামদেরও একটু বেশি সংখ্যায় নিয়োগ করেছেন নির্বাচন কমিশন । তাই পুরুষ ভোট কর্মীর সাথে সাথে মহিলা ভোটকর্মীরাও চলেছেন ডি সি আর সির উদ্দ্যেশ্যে । রমেন লক্ষ করলেন অনেক বয়স্ক বা বয়স্কা ভোটকর্মীও নিযুক্ত হয়েছেন। শেষের দিকে এসে তাঁরা আর পারছেন না । এঁদের কথা নির্বাচন কমিশনের একটু ভেবে দেখা দরকার । বয়স্ক মানুষদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া দরকার। এঁদের ভোট নিতে এসে মারা যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। ডি সি আর সি তে আর এক সমস্যা হয়। রমেন লক্ষ করেছেন, এখানে যারা জমা নেন তাঁরা কাজ ঠিক না হওয়ার অজুহাত দিয়ে পোলিং মেটিরিয়াল জমা নিতে চান না। তাই পোলিং মেটিরিয়াল জমা দিতে দেরি হয় । রমেন তার টিমের অন্য কর্মীদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে , জমা দেওয়ার সময় কথাবার্তা বলে যারা জমা নেবেন তাদের ওপর একটু চাপও তৈরি করতে হবে । আধভেজা অবস্থায় রমেনরা ডি সি আর সির সামনে এসে দাঁড়ালেন । সব পোলিং মেটিরিয়াল জমা দেওয়াও হয়ে গেল । একটু অপেক্ষা করতে হল অবশ্য। আর রমেনের মনে হল যেন , বুকের ভেতর থেকে একটি বড় পাহাড় নেমে গেল । এখন সে মুক্ত, এক্কেবারে মুক্ত। দুদিনের যুদ্ধের যেন অবসান ঘটল । একটি কাজ হাসিল হয়ে যাওয়ার আনন্দ অন্তর থেকে উপলব্ধি করেন রমেন। খুব খুব ভালো অনুভূতি হয় তাঁর। সহকর্মীদের বিদায় দিয়ে তিনি নিজেও বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তৈরি হতে থাকেন, সেখানে তার স্ত্রী আর সোনা মেয়েটা অপেক্ষা করছে ।

...........................................................................